Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 01-07-2026 16:13 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৬ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। বুধবার ১ জুলাই ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৮৮ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

রাম মন্দিরের টাকা নয়ছয়, চম্পতের ভাগ্য নির্ধারণে বৈঠকের দিন এগোল ট্রাস্ট

'আত্মসমর্পণ নয়, শান্তি চায় পাকিস্তান', সিন্ধুর জল বন্ধে ভারতকে পরমাণু যুদ্ধের 'রক্তচক্ষু' ভুট্টোর

আফগানিস্তানের প্রত্যাঘাত, পাকিস্তানে ভয়ংকর এয়ারস্ট্রাইক তালিবানের, ধ্বংস বহু আইএস ঘাঁটি

সরকারের টাকা, উপযুক্তরাই পাবেন

অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে স্পষ্ট কথা মুখ্যমন্ত্রীর

দীপঙ্কর দোলাই,নয়া জামানা ঃ রাজ্যের মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে চালু হওয়া অন্নপূর্ণা যোজনার আনুষ্ঠানিক সূচনা হল বুধবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট বার্তা দেন,এটা কোনও ব্যক্তি বা দলের টাকা নয়, এটা সরকারের টাকা। ফলে উপযুক্ত মানুষই এই সুবিধা পাবেন, এটাই আমরা বিশ্বাস করি।রাজ্য সরকারের দাবি অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই ১ কোটি ৬০ লক্ষেরও বেশি মহিলা এই প্রকল্পের জন্য ফ্যামিলি লেভেল ডেটা কালেকশন ফর্ম জমা দিয়েছেন। সেই তথ্য পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি ঝাড়াই-বাছাই ও ডিজিটাল ভেরিফিকেশনের কাজও সম্পন্ন হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ২৭ লক্ষ আবেদনপত্রের তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। পরবর্তীতে দীর্ঘ যাচাই প্রক্রিয়ার পর মোট ১ কোটি ৬০ লক্ষ আবেদনকারীর তথ্য পোর্টালে আপলোড করা হয়।তিনি জানান, ওই ১ কোটি ৬০ লক্ষ আবেদনের মধ্যে ২৬ লক্ষ আবেদন বাতিল করা হয়েছে। বাকি প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ আবেদন যাচাইয়ের পর বুধবার দুপুর ১টা থেকে ১ কোটি ৯ লক্ষ ৯২ হাজার ৩৭৮ জন মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো শুরু হয়েছে। এর মধ্যে পাহাড়ি এলাকার ১ লক্ষ ২২ হাজার ৬২৮ জন মহিলাও প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাও করেন। তিনি জানান, বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী হিসেবে আসা এবং সিএএ-তে আবেদনকারী ব্যক্তিরা, কিংবা যাঁদের নাম ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন রয়েছে, তাঁদের আবেদনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই ভাতা বন্ধ করা হবে না।এদিন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প প্রসঙ্গ টেনে পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ক্ষেত্রে ২৭ লক্ষ এমন নাম পাওয়া গিয়েছিল যাঁরা ভারতীয় নন। এ ছাড়াও কেউ কেউ রাজ্যের বাসিন্দা নন, কারও নাম তিন জায়গায় নথিভুক্ত ছিল বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর আরও অভিযোগ, প্রায় ১০ লক্ষ পুরুষের অ্যাকাউন্টেও এই প্রকল্পের টাকা গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন,লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা কি পুরুষদের অ্যাকাউন্টে যাওয়া উচিত? নিজের সরকারের কাজের অগ্রগতি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মাত্র দেড় মাসের সরকার। প্রধানমন্ত্রী যে গ্যারান্টি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের দিকেই আমরা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি। একই সঙ্গে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদও জানান তিনি।

মহুয়াকে ডিম হামলা

নয়া জামানা ঃ এবার ডিম হামলার শিকার হলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। কালীগঞ্জে তৃণমূলের কর্মিসভায় হেনস্তার অভিযোগ তুলে একাধিক ভিডিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন তিনি। বিজেপির লোকজন তাঁদের ঘেরাও করে রেখেছেন বলেও অভিযোগ করেন সাংসদ। তাঁর অভিযোগ, জানালা দিয়ে তাঁদের উপর ডিম-সহ বিভিন্ন জিনিস ছোড়া হচ্ছে। তাঁর গায়েও লেগেছে ডিম। সেই ঘটনার ভিডিও শেয়ার করে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তোলেন তৃণমূলের মমতাপন্থী সাংসদ মহুয়া।

জামিন জয়প্রকাশের

নয়া জামানা ডেক্স ঃ কলকাতা হাই কোর্টে জামিন পেলেন তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার । বাড়ি দখল মামলায় জামিন পেলেন তিনি। শর্ত বেঁধে দিয়েছে আদালত। তদন্তে সহযোগিতার পাশাপাশি বিদেশ তো দূর উত্তর চব্বিশ পরগনা ও কলকাতার বাইরে যেতে পারবেন না জয়প্রকাশ। এই শর্তেই তাঁকে জামিন দিয়েছেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

রাজ্যজুড়ে পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ পদে ব্যাপক রদবদল নবান্নের

নয়া জামানা ঃ রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরে ফের ব্যাপক রদবদল ঘটল। জেলা থেকে শুরু করে আইবি ও সিআইডি স্তর পর্যন্ত একাধিক পুলিশ অফিসারকে বদলি করা হয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ১৫ জন আইপিএস এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ সার্ভিস (ডব্লিউবিপিএস) আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে। এই তালিকায় যেমন রয়েছে পদোন্নতি, তেমনই রয়েছে রুটিন বদলি এবং কিছু ক্ষেত্রে পূর্বের বদলির বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে নতুন দায়িত্ব দেওয়ার নির্দেশও।নবান্ন থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আইপিএস অফিসার অঞ্জন চক্রবর্তীর জুন মাসে জারি হওয়া বদলির নির্দেশে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। এতদিন এসিবি-র ডিআইজি পদে থাকা এই অফিসারকে এবার এফএসএল-এর আইজিপি পদে পাঠানো হচ্ছে। আইবি-র আইজিপি (বর্ডার) পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আইপিএস সুমনজিৎ রায়কে। অন্যদিকে, আইপিএস রশিদ মুনির খানকে হেড কোয়ার্টারের আইজিপি পদে পাঠানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এটি তাঁর পদোন্নতির অংশ।কলকাতা এসটিএফ-এর ডিসি পদে থাকা আইপিএস প্রদীপকুমার যাদবকে কলকাতার চতুর্থ ব্যাটালিয়নের ডিসি করা হয়েছে। তাঁর জায়গায় কলকাতা এসটিএফ-এর ডিসি পদে আনা হয়েছে অম্লান কুসুম ঘোষকে, যিনি এতদিন হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের নর্থ ডিসি হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন।কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সম্ভব জৈনকে কলকাতার ডিসি ট্রাফিক পদে বদলি করা হয়েছে। এর আগে তাঁকে হাওড়ার ডিসি সেন্ট্রাল পদে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হলেও, সেই বদলি এবার বাতিল করা হয়েছে। রানাঘাটের এসডিপিও সবিতা গোটিয়ালকে সিআইডি-র অ্যাডিশনাল এসপি পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।ডব্লিউবিপিএস অফিসারদের মধ্যে শৌভনিক মুখোপাধ্যায়কে হাওড়া গ্রামীণের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার করা হয়েছে। খড়্গপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে থাকা সন্দীপ সেনকে ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেড কোয়ার্টার) পদে বদলি করা হয়েছে। এ ছাড়া, ডব্লিউবিপিএস অফিসার শ্যামলকুমার মণ্ডলকে সুন্দরবন পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 01-07-2026 16:13 Page 2

বিশ্বকাপের গ্যালারিতে সাহসী পোশাক

নয়া জামানা ডেক্স ঃ দেশের ফুটবল টিম বিশ্বকাপ খেলছে! একের পর এক ম্যাচ জিতে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। আনন্দ উদযাপন করতে তাই টুর্নামেন্টের ময়দানে হাজির দেশের এক প্রাক্তন মেয়র। আর তাঁকে দেখেই বিস্ময়ে হতবাক নেটনাগরিকরা। সোশাল মিডিয়ায় তুমুল আলোড়ন। কেন? কারণটি লুকিয়ে রয়েছে মেয়রের পরনের পোশাকটিতে! হাল আমলে দাঁড়িয়েও পোশাক কোনও আলোচ্য বিষয় নাকি? গোড়া থেকে বলা যাক তবে।দেশের নাম মেক্সিকো। সম্প্রতি ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এ ফুটবল খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে মেক্সিকো জয়লাভ করেছে ইতিমধ্যেই। ফলে স্বাভাবিকভাবেই দেশ জুড়ে আনন্দের আবহ। ময়দানে চলছে মেক্সিকোর জাতীয় ফুটবল টিম অর্থাৎ 'এল ট্রি'-এর খেলা। আর তা-ই দেখতে গ্যালারিতে সাঙ্গপাঙ্গ-সমেত ভিড় করেছেন সান্দ্রা কুয়েভাস। একসময়ে মেক্সিকোর কুয়াহতেমোক নামের আঞ্চলিক প্রদেশের মেয়র পদে আসীন ছিলেন তিনি। ২০২৪ সালে সে পদ ছাড়েন। বর্তমানে 'মেক্সিকো ন্যুয়েভো পলিটক্যাল মুভমেন্ট'-এর কো-অরডিনেটর হিসেবে তিনি কর্মরত। ফলে স্বাভাবিকভাবেই খানিক স্পটলাইট সর্বদাই তাঁর প্রতি তাক করাই থাকে।তবে এদিন জনগণের নজর বিশেষভাবে কেড়েছিল সান্দ্রার পোশাকটি। বছর ৪০-এর সান্দ্রা যেন ধরা দিয়েছেন লাস্যময়ী যুবতীর অবতারে। সাদা ধবধবে এক লো-কাট ট্যাঙ্ক টপ বেছে নিয়েছেন এদিনের ইভেন্টের জন্য। ক্যামেরার সামনে স্পষ্টতই দৃশ্যমান হয়েছে তাঁর মাখনের মতো নরম দেহখাঁজ, তাঁর

বক্ষবিভাজিকা। সান্দ্রা গলায় পরেছেন ঝলমলে কাচ-রঙা মালা, ফলে দৃষ্টি আকর্ষিত হতে আর কিছু বাকি থাকে না! সোশাল মিডিয়ায় এদিনের কিছু ছবি তিনি আপলোড করার কিছুক্ষণের মধ্যেই পড়তে থাকে গুচ্ছ গুচ্ছ কমেন্ট। কমবেশি প্রতিটি তির্যক মন্তব্যই বেঁকে যায় তাঁর পোশাকের প্রসঙ্গে।ঘটনাস্থলে সান্দ্রাকে দেখা যায়, মেক্সিকান জার্সিটি কোমরে বেঁধে নিতে। তবে আপলোড হওয়া ফোটোর কোনওটিতেই পরনে জার্সি-সমেত ধরা দেন না সান্দ্রা। মসৃণ ত্বকের মতোই ফোটোতে ধরা দেয় তাঁর লাল লিপস্টিক, উজ্জ্বল হাসি। যদিও বিপুল সংখ্যক নেতিবাচক মন্তব্য সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র দমে যাননি তিনি! বরং সগৌরবে জানান দেন, মানুষ অমন আক্রমণ করেই থাকেন। তাতে মেক্সিকানদের ঘাবড়ে গেলে চলে না! এমনকী তাঁর বক্ষযুগলের দৃশ্যমানতার প্রসঙ্গটিকেও স্পোর্টসম্যান স্পিরিটে লুফে নিয়ে জবাব দেন সান্দ্রা, 'কি আর করি, ও দুটিকে তো আর খুলে ফেলে দেওয়া যায় না!বিশ্বকাপের মরশুমে এমন দাপুটে সাবেক মেয়রই যে সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হবেন, তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে?

বিশ্বজুড়ে কী কী চুরি করেছে ইংরেজরা?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, শহরে আর কোনও রাস্তা বিদেশিদের নামে থাকবে না। কেন হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত? ইতিহাসের পাতা ওলটালে বস্তুত রক্তাক্ত দৃশ্যের জন্ম হয়। কোথাও সাম্রাজ্য বিস্তারের দম্ভ। কোথাও-বা খুন-লুণ্ঠনের হাকিকত। ব্রিটিশ রাজত্বে চুরি গিয়েছে বহুমূল্য সব সম্পদ। সেইসব পাপাচারী ইংরেজদের চিহ্নই সরাতে চলেছে সরকার। ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতীয়দের সম্পদ সিন্দুকে পুরেছিলেন সাহেবরা। সেই চুরির খতিয়ান জানলে অবাক হবেন আপনিও। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, শহরে আর কোনও রাস্তা বিদেশিদের নামে থাকবে না। কেন হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত? ইতিহাসের পাতা ওলটালে বস্তুত রক্তাক্ত দৃশ্যের জন্ম হয়। কোথাও সাম্রাজ্য বিস্তারের দম্ভ। কোথাও-বা খুন-লুণ্ঠনের হাকিকত। ব্রিটিশ রাজত্বে চুরি গিয়েছে বহুমূল্য সব সম্পদ। সেইসব পাপাচারী ইংরেজদের চিহ্নই সরাতে চলেছে সরকার। ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতীয়দের সম্পদ সিন্দুকে পুরেছিলেন সাহেবরা। সেই চুরির খতিয়ান জানলে অবাক হবেন আপনিও।কোহিনূর হিরে অন্ধ্রপ্রদেশের কোল্লুর খনি থেকে পাওয়া এই হিরে একদা মোঘল ময়ূর সিংহাসনের শোভা বাড়াত। ১৮৪৯ সালে ব্রিটিশরা এটি কেড়ে নেয়। রানি ভিক্টোরিয়া নিজের মতো করে হিরেটি কেটে নতুন রূপ দেন। ভারতের এই শ্রেষ্ঠ সম্পদটি আজও ফিরে আসেনি। তা এখন ব্রিটিশ রাজমুকুটের অংশ

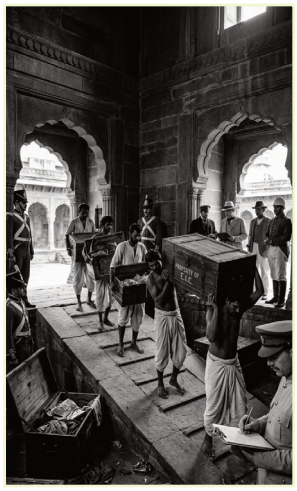

হয়ে লন্ডনে থেকে গিয়েছে।

টিপু সুলতানের আংটি মহীশূরের বাঘ টিপু সুলতান যখন ব্রিটিশদের কাছে যুদ্ধে হারলেন, তখন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি লুঠ করা হয়। সাহেবরা তাঁর তলোয়ার ও বহুমূল্য আংটিটি নিয়ে যায়। তলোয়ারটি পরে ফেরত দেওয়া হলেও আংটি আর ফেরত দেওয়া হয়নি। বিপুল মূল্যের সেই ঐতিহাসিক অঙ্গুরীয় ব্রিটিশরা পরে নিলামে বিক্রি করে দেয়।

এলগিন মার্বেল গ্রিস থেকেও সম্পদ সরাতে ছাড়েনি ব্রিটিশরা। লর্ড এলগিন গ্রিসের এই ঐতিহাসিক মার্বেল নিয়ে আসেন। তাঁর দাবি ছিল, তিনি অনুমতি নিয়েই এটি এনেছিলেন। কিন্তু কোনও উপযুক্ত প্রমাণ মেলেনি। গ্রিস সরকার বারবার তাদের এই অমূল্য ঐতিহ্য ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানালেও আজ পর্যন্ত তা ব্রিটিশ মিউজিয়ামেই বন্দি।শাহজাহানের পাত্র মোঘল সম্রাট শাহজাহানের সাধের সুরাভাণ্ডটিও নিজেদের কব্জায় নিয়েছিল ব্রিটিশরা। সাদা জেড পাথরের তৈরি এই পাত্রটি অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন ছিল। কর্নেল চার্লস সেটন গুথরি নামের এক ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা মোঘলদের এই রাজকীয় শিল্পকীর্তিটি হস্তগত করেন। এটিও আর কখনও ভারতের মাটিতে ফিরে আসেনি।রবার গাছের বীজ শুধু সোনা-দানা নয়, প্রাকৃতিক সম্পদও চুরি করেছিল ব্রিটিশরা। হেনরি উইকহ্যাম নামের এক অভিযাত্রী আমাজন থেকে গোপনে হেভিয়া ব্রাসিলিয়ানসিস বা রবার গাছের বীজ চুরি করেন। এই চুরির ফলেই ব্রাজিলের বিখ্যাত আমাজন রবার ব্যবসার রমরমা চিরতরে শেষ হয়ে যায়। লাভবান হয় ব্রিটিশরা।রোসেটা স্টোন গ্র্যানোডিয়োরাইট পাথরের তৈরি এই রোসেটা স্টোনটি আসলে মিশর থেকে লুণ্ঠন করা হয়েছিল। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এটি মিশর থেকে সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে ফরাসিরা যুদ্ধে হেরে গেলে ব্রিটিশরা ফরাসিদের কাছ থেকে এই মূল্যবান লিপিযুক্ত পাথরটি ছিনিয়ে নেয়। এটিও এখন লন্ডনের মিউজিয়ামে রয়েছে।ইথিওপিয়ার পাণ্ডুলিপি ১৮৬৮ সালে মাগদালার যুদ্ধের পর ইথিওপিয়ার পবিত্র ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপিগুলো লুঠ করে ব্রিটিশরা। এই মূল্যবান স্ক্রিপ্টগুলি ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য ইথিওপিয়ার পক্ষ থেকে বহু চেষ্টা করা হয়েছে। বহু মানুষ সরব হয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত ব্রিটিশরা সেই সব পবিত্র পাণ্ডুলিপি ফেরত দেয়নি।

ব্রাজিলের ক্লিনিকে বডি কাউন্ট 'শূন্য' করার দাম ১১ লক্ষ টাকা!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ সূত্র মতে, ব্যক্তিপ্রতি পরিষেবার খরচ প্রায় ১৩ হাজার মার্কিন ডলার যা কি-না ভারতীয় মুদ্রায় ১১ লক্ষ টাকার চেয়ে খানিক বেশি। বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, বিশেষ করে ৩০ বছরের বেশি বয়সী অনেক নারী-পুরুষ এই পরিষেবায় আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এর মধ্যে যদিও মহিলাদের সংখ্যাই বেশি!একজন মানুষ তার জীবনে যা যা অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে, তা ভুলতে চাইলে ভোলা যেতে পারে বড়জোর। অভিজ্ঞতা পুরোপুরি মুছে ফেলা যায় কি কোনওভাবেই? ব্রাজিলের এক বিশেষ ক্লিনিক অবশ্য দাবি করেছে যে মুছে ফেলা যায়! আর তাই তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে তা কেন্দ্র করে।ক্লিনিকটি আদতে এক রিকভারি সেন্টার , যেখানে গিয়ে কোনও ব্যক্তি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে নিজের 'বডি কাউন্ট' মুছে ফেলতে পারে। বডি কাউন্ট বলতে বোঝায়, কোনও মানুষ জীবন জুড়ে কতজন সঙ্গীর সঙ্গে যৌনমিলনে লিপ্ত হয়েছেন। যতজন সঙ্গী এক জীবনে, ততই এক এক করে বাড়তে থাকবে বডি কাউন্ট। এই রিকভারি সেন্টারে একরাশ আধ্যাত্মিক পদ্ধতি মেনে চলতে পারলে, বডি কাউন্ট যতই বেড়ে গিয়ে থাক না কেন, ফিরিয়ে আনা যাবে একেবারে শূন্যতে! ব্যক্তিটি আবার শূন্য থেকে শুরু করতে পারবে পথচলা। বলা বাহুল্য, এই পরিশোধন আদতে মানসিক। অর্থাৎ, মন থেকে নানাভাবে পূর্ব অভিজ্ঞতার মলিনতা দূর করে তবেই বডি কাউন্ট 'জিরো'-তে নিয়ে যেতে পারবেন কোনও মানুষ।সূত্র মতে, ব্যক্তিপ্রতি পরিষেবার খরচ প্রায় ১৩ হাজার মার্কিন ডলার যা কি-না ভারতীয় মুদ্রায় ১১ লক্ষ টাকার চেয়ে খানিক বেশি।

বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, বিশেষ করে ৩০ বছরের বেশি বয়সী অনেক নারী-পুরুষ এই পরিষেবায় আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এর মধ্যে যদিও মহিলাদের সংখ্যাই বেশি।সত্যিই কতখানি কর্মসচল এই ক্লিনিক, সত্যিই সেখানে এমন কোনও পরিষেবা চালু রয়েছে কি-না তা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও, সোশাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই রীতিমতো ভাইরাল এই খবর। অনেকেই যেমন বিদ্রূপ করেছেন, তেমনই অনেকে আগ্রহও দেখিয়েছেন এই পরিষেবা নিয়ে।সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর নতুন করে জীবন শুরু করার ইচ্ছাই মানুষকে এমন পরিষেবার প্রতি আগ্রহী করে তোলে। অনেকেই বিয়ের মতো গুরুগম্ভীর সম্পর্কে জড়ানোর আগে অতীতের ক্যাজুয়াল সম্পর্কে জড়ানোর তকমা মুছতে চান। সামাজিক ও মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করেন। হারিয়ে ফেলা আত্মবিশ্বাস পুনরায় ফিরে পেতে চান বললেও বোধহয় ভুল হয় না।তবে সমালোচনার ঝড়ও কিছু কম ওঠেনি এ নিয়ে। সমালোচকরা বলছেন, একজন মানুষের মূল্য কখনওই তাঁর অতীতের সম্পর্কের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। এই ধরনের পরিষেবা সমাজে আত্মবিশ্বাসহীনতা বাড়ায়। নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক মানসিকতাকে উৎসাহিত করতে পারে।

সবচাইতে বড় কথা, যদি ব্যক্তিগত বডি কাউন্ট প্রভৃতি নিয়ে ভিতর ভিতর অবসাদের শিকার হয়ে থাকেন কেউ, তবে এমন রিকভারি সেন্টারের চাইতেও তার অনেক বেশি প্রয়োজন মনোবিদের।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 01-07-2026 16:13 Page 3

দুমাসেই চৌচির পথশ্রী রাস্তা, দুর্নীতির অভিযোগে সরব গ্রামবাসীরা

সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা ,সালানপুর ঃ উদ্বোধনের পর কেটেছে মাত্র দুটো মাস। আর এরই মধ্যে কঙ্কালসার দশা কোটি টাকার সরকারি প্রকল্পের রাস্তার। কোথাও রাস্তা ফুলে উঠেছে, তো কোথাও আবার বড় বড় ফাটল ধরে আলগা হয়ে যাচ্ছে ঢালাই। পশ্চিম বর্ধমান জেলার সালানপুর ব্লকের ধড়সপুর গ্রামের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম ক্ষোভ ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে নির্মিত এই রাস্তার গুণমান নিয়ে ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসনের দরবারে তদন্তের দাবি তুলেছেন গ্রামবাসীরা।ধড়সপুর গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তাটি নির্মাণে শুরু থেকেই একাধিক নিয়মকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখানো হয়েছে। তাদের মূল অভিযোগগুলি হলো নিয়ম মেনে পুরনো রাস্তা সংস্কার না করে, আগের ঢালাই রাস্তার ওপর দিয়েই কোনোমতে নতুন করে পিচ বা ঢালাইয়ের প্রলেপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে রাস্তাটি স্থায়িত্ব হারিয়েছে।সরকারি সিডিউল অনুযায়ী রাস্তাটি ১২ ফুট চওড়া হওয়ার কথা থাকলেও, বাস্তবে তা করা হয়েছে মাত্র ১০ ফুট। বাকি ২ ফুটের সরকারি বরাদ্দ কোথায় গেল, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।অত্যন্ত নিম্নমানের সিমেন্ট ব্যবহার করার কারণেই মাত্র ৬০ দিনের মাথায় রাস্তার এই বেহাল দশা।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে ও 'পথশ্রী' প্রকল্পের অধীনে ধড়সপুর গ্রামে প্রায় ১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়েছিল। যার মোট ব্যয় বরাদ্দ ছিল প্রায় ৫৭ লক্ষ টাকা।গ্রামবাসীরা জানান, ধুমধাম করে এই রাস্তার উদ্বোধন করেছিলেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়।গ্রামবাসীদের বক্তব্য জনগণের ট্যাক্সের ৫৭ লক্ষ টাকা খরচ করে রাস্তা তৈরি হলো, আর দু-মাসেই তা ভেঙে গেল! বর্তমান সরকারের উচিত অবিলম্বে এই ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্ত করা এবং দোষী ঠিকাদার ও আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া।এত বিপুল টাকা খরচের পরেও কেন এই ধরণের নিম্নমানের কাজ হলো, তা নিয়ে জেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কোনো প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি। তবে খোদ শাসকদলের প্রাক্তন বিধায়কের উদ্বোধন করা রাস্তা নিয়ে এভাবে ক্ষোভ আছড়ে পড়ায় এলাকায় রীতিমতো রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

শিয়ালদহ ডিভিশনের ৮ স্টেশনে বন্ধ রিজার্ভেশন কাউন্টার

নয়া জামানা , কলকাতা ঃ আজ থেকে শিয়ালদহ ডিভিশনের মোট আটটি স্টেশনে রেলওয়ের পৃথক রিজার্ভেশন কাউন্টার বন্ধ করে দেওয়া হল। যাত্রীদের অনলাইন টিকিট বুকিংয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি এবং কাউন্টারে রিজার্ভেশন টিকিট বিক্রির হার উল্লেখ যোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে।শিয়ালদহ ডিভিশনের উত্তর শাখার আগরপাড়া, টিটাগড়, জগদ্দল, বিরাটি, অশোকনগর রোড এবং মছলন্দপুর স্টেশনের রিজার্ভেশন কাউন্টার আজ থেকে বন্ধ হয়েছে। পাশাপাশি দক্ষিণ শাখার ঢাকুরিয়া এবং বজবজ শাখার নিউ আলিপুর স্টেশনেও আর পৃথক পিআরএস কাউন্টার থাকবে না।রেলের দাবি, এই স্টেশনগুলিতে প্রতিদিন রিজার্ভেশন টিকিটের চাহিদা অনেকটাই কমে গিয়েছিল। ফলে পরিচালন ব্যয় কমানো এবং কর্মীদের অন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।তবে রেল জানিয়েছে, যাত্রীদের পরিষেবায় কোনও ঘাটতি হবে না। পৃথক রিজার্ভেশন কাউন্টার বন্ধ হলেও সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলির সাধারণ টিকিট কাউন্টার বা কাচের কাউন্টার থেকেই দূরপাল্লার ট্রেনের রিজার্ভেশন টিকিট কাটা যাবে।এছাড়াও যাত্রীরা অনলাইনে রেলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ঘরে বসেই রিজার্ভেশন টিকিট বুক করতে পারবেন। ট্রেনের আসন, টিকিট সংক্রান্ত তথ্য ও অন্যান্য পরিষেবার জন্য রেলওয়ান অ্যাপও ব্যবহার করা যাবে। প্রয়োজনে নিকটবর্তী বড় জংশন বা পার্শ্ববর্তী স্টেশনের রিজার্ভেশন কাউন্টার থেকেও টিকিট সংগ্রহ করা যাবে।রেলের এই সিদ্ধান্তে একদিকে যেমন পরিষেবা আরও ডিজিটালমুখী হচ্ছে, অন্যদিকে কাউন্টার-নির্ভর যাত্রীদের নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনও তৈরি হয়েছে।

খট্টিমারিতে যৌথ বাহিনীর অভিযান, নদী পেরিয়ে পালাল চোলাই মদ কারবারিরা

নয়া জামানা,ধুপগুড়ি ঃ অবৈধ চোলাই মদের কারবার রুখতে ধূপগুড়িতে বড়সড় যৌথ অভিযান চালাল প্রশাসন। মঙ্গলবার বিকেলে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, ধূপগুড়ি আবগারি দফতর এবং ডাউকিমারী ফাঁড়ির পুলিশ যৌথভাবে খট্টিমারি এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করে।গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে এদিন বিকেলে খট্টিমারির একটি সন্দেহভাজন বাড়িতে দীর্ঘক্ষণ চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই বাড়ি থেকে অবৈধ চোলাই মদ বিক্রি করা হচ্ছিল। গত সপ্তাহেও ওই একই বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছিল। কিন্তু তারপরও কারবার বন্ধ না হওয়ায় আজ ফের সেখানে হানা দেয় যৌথ বাহিনী। তবে প্রশাসনের উপস্থিতি টের পেয়ে আগেই সপরিবারে চম্পট দেয় অভিযুক্তরা। ঘর থেকে শুধুমাত্র মদ তৈরির কিছু সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করতে পেরেছে প্রশাসন।এরপরই খট্টিমারি সাপ্তাহিক বাজারের 'হারিয়াহাটি' নামক একটি জমায়েত এলাকায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অভিযান শুরু করেন আধিকারিকরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই বাজারে প্রতিদিন অবৈধ মদের আসর বসত। এদিন হঠাৎ বিশাল পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী বাজারে ঢুকতেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। অবস্থা বেগতিক দেখে চোলাইয়ের ক্রেতা ও বিক্রেতারা পাশেই গিলান্দী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে এলাকা থেকে সমস্ত অবৈধ মদ নষ্ট করে দেওয়া হয় এবং মদ তৈরির বিপুল সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায় প্রশাসন।

ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেলের অভিযোগে তৃণমূল নেতার ভাইয়ের বিরুদ্ধে এসপি-র দ্বারস্থ তরুণী

নয়া জামানা,জলপাইগুড়ি ঃ বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলা। এরপর ঘুরতে যাওয়ার নাম করে একটি বেসরকারি রিসোর্টে নিয়ে গিয়ে নেশাজাতীয় দ্রব্য খাইয়ে ধর্ষণ। সেই ঘটনার ভিডিও মোবাইলে ধারণ করে দীর্ঘদিন ব্ল্যাকমেল, বারবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শারীরিক সম্পর্ক করতে বাধ্য করা, মারধর, বন্দুক দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকি; এমনই একাধিক গুরুতর অভিযোগ তুলে জলপাইগুড়ি পুলিশ সুপারের (এসপি) দফতরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন এক তরুণী।

অভিযোগের তীর স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার ভাই লাভু আলমের বিরুদ্ধে। ভুক্তভোগীর অভিযোগ, অভিযুক্ত লাভু আলম প্রথমে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। সময়ের সঙ্গে দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। এরপর একদিন ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে একটি বেসরকারি রিসোর্টে নিয়ে যায়। সেখানে কৌশলে নেশাজাতীয় দ্রব্য খাইয়ে তাঁকে অচেতন করে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, সেই সময়ের ভিডিও মোবাইলে ধারণ করে রাখে অভিযুক্ত। এরপর থেকেই শুরু হয় ভয় দেখানো ও ব্ল্যাকমেল। অভিযোগ অনুযায়ী, সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে বারবার তরুণীকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হতো। সেখানে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে একাধিকবার ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। প্রতিবারই ভিডিও প্রকাশ করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে তাঁকে চুপ করিয়ে রাখা হতো।তরুণীর আরও অভিযোগ, প্রতিবাদ করলেই তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হতো। শুধু তাই নয়, আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখানো হয়। তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের খুন করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

এমনকি থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে থানার চত্বরেই গুলি করে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগপত্রে উল্লেখ রয়েছে।এই ভয় এবং আতঙ্কের কারণেই দীর্ঘদিন থানায় যাওয়ার সাহস পাননি ওই তরুণী। পরে সাহস সঞ্চয় করে প্রথমে ই-মেলের মাধ্যমে পুলিশের কাছে অভিযোগ পাঠান। এরপর আইনজীবীর পরামর্শে বুধবার সরাসরি জলপাইগুড়ি এসপি অফিসে গিয়ে পুলিশ সুপারের হাতে লিখিত অভিযোগ জমা দেন। তিনি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। ভুক্তভোগীর আইনজীবী রঞ্জিত বর্মন জানান, তাঁর মক্কেলের অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার ভাইয়ের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, ব্ল্যাকমেল, মারধর এবং প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ উঠেছে। তাই পুলিশ প্রশাসনের কাছে নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্তের আবেদন জানানো হয়েছে। আইনজীবী আরও বলেন, তাঁর মক্কেলের দাবি অনুযায়ী, শুধুমাত্র এই তরুণী নন, আরও একাধিক তরুণী নাকি একই ব্যক্তির দ্বারা প্রতারিত ও নির্যাতিত হয়েছেন। তবে সেই বিষয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোনো মন্তব্য করতে চান না।

বেআইনি টিউশন রুখতে ডিআই-কে ডেপুটেশন গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতির

বাবলু রহমান,নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে স্কুল শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতা করার বিরুদ্ধে এবার কোমর বেঁধে নামল পশ্চিমবঙ্গ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতি। সমিতির পক্ষ থেকে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে একটি ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়। এই স্মারকলিপিতে আইন অমান্য করে টিউশন পড়ানো শিক্ষকদের নাম এবং সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ তুলে দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ বিষয়টি খতিয়ে দেখে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক আশ্বাস দিয়েছেন, আইন অমান্যকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ করা হবে। সমিতির এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ গৃহশিক্ষকেরা।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 01-07-2026 16:13 Page 4

চন্দননগরের জলভরা সন্দেশ

প্রায় দুশো বছরের ‘মিষ্টি’ সিক্রেট

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ আচ্ছা, ফ্রেঞ্চ লিকার চকলেট কি ১৮১৮ সালে আবিষ্কৃত জলভরা সন্দেশ দ্বারা অনুপ্রাণিত? এমন এক অনুমানের কথা লিখেছেন অনুথি বিশাল, ইন্ডিয়া ন্যারেটিভে ২০২৩ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে। এটা ধারণা করা যেতেই পারে যে ফরাসিরা চন্দননগরে জলভরা সন্দেশের উপস্থিতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। লিকার চকলেটের আবির্ভাব কিন্তু জলভরা সন্দেশ আবিষ্কারের বেশ কয়েক বছর পর! ভাবতে অবাক লাগে যে আজ থেকে দুশো বছর আগে সন্দেশের মোটা আস্তরণের ভেতর গোলাপ জল ধরে রাখার অসামান্য কারিগরির জন্ম হয়েছিল সূর্য কুমার মোদক নামে এক বাঙালির মাথা থেকেই। তাহলে একটু ইতিহাসের পাতায় ঘুরে আসা যাক। ইতিহাস জানতেই হবে, কারণ সম্প্রতি চন্দননগরের জলভরা সন্দেশকে ভৌগোলিক স্বীকৃতি বা জিআই ট্যাগ দেওয়া হয়েছে।শোনা যায়, সেই তালশাঁস আকৃতির ছাঁচ কিন্তু কোনো কাঠের মিস্ত্রি তৈরি করেননি, তৈরি করেছিলেন মোদক পরিবারের একজন সদস্য যিনি ছিলেন একজন সুক্ষ কারিগর। তারপর এই সন্দেশের মধ্যে সূর্য কুমার মোদক সুকৌশলে ভরে দিয়েছিলেন সুগন্ধি গোলাপ জল মেশানো দোলোর রস।

জলভরার জন্ম ১৮১৮ সালে। এর আগের সময়টায় আজকের মতো এত রকম মিষ্টিরও চল ছিল না। মিষ্টি বলতে মণ্ডা, মিঠাই, বরফি, মোরব্বা ইত্যাদি কিনতে পাওয়া যেত। সেই সময় ফরাসডাঙায় দোলো নামক এক প্রকার গুড়ের ব্যবসা প্রচলিত ছিল। দোলো হল আখের রস থেকে দেশীয় পদ্ধতিতে চিনি তৈরি করার মধ্যবর্তী একটি স্তরে উৎপন্ন অপরিশুদ্ধ দানাযুক্ত গুড়, যা জ্বাল দিতে দিতে পরবর্তী পর্যায়ে গিয়ে চিনি তৈরি হয়। শোনা যায় ‘ছানা’ একসময় বাঙালি সমাজে গ্রহণযোগ্য ছিল না। পর্তুগিজদের সঙ্গে যেসব রাঁধুনি এসেছিলেন তাঁদের কাছ থেকেই বাঙালিরা ছানার ব্যবহার শিখেছিল। মিষ্টির দোকানে ছাঁচের প্রচলন শুরু হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। সূর্য কুমার মোদকের হাত দিয়ে জলভরা সন্দেশের আবির্ভাব তার কিছুটা সময় পর। সূর্য কুমার মোদকের মধ্যে শিল্পবোধের সহজাত প্রতিভা ছিল। তাঁর লেখা পুঁথি এখনও সযত্নে রাখা আছে চন্দননগর মিউজিয়ামে। এবার তাঁর অসামান্য আবিষ্কারের গপ্পে আসি। এই গপ্পো যদিও অনেকেরই জানা।১৮১৮ সালের কথা। ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়ার বিখ্যাত জমিদার ব্যানার্জি বাড়িতে জামাই আসবে। সেই সময় নানান উপায়ে জামাইকে ঠকানোর রেওয়াজ ছিল বাঙালি পরিবারের মহিলা মহলে। ব্যানার্জি বাড়ির জমিদার গিন্নির শখ হয়েছে নতুন কোনো মিষ্টান্ন দিয়ে জামাইকে আপ্যায়ন করবেন। কিন্তু, সেই মিষ্টি এমন হতে হবে যে তার মাধ্যমে জামাইকে ঠকানো যায়! এইটাই ছিল সূর্য কুমার মোদকের কাছে প্রজেক্টের ‘ব্রিফিং’! তিনি এক বিশেষ ধরনের সন্দেশ বানিয়ে জমিদারবাড়িতে পৌঁছে দেন। সেই সন্দেশ ছিল তালশাঁস আকৃতির। শোনা যায়, সেই তালশাঁস আকৃতির ছাঁচ কিন্তু কোনো কাঠের মিস্ত্রি তৈরি করেননি, তৈরি করেছিলেন মোদক পরিবারের একজন সদস্য যিনি ছিলেন একজন সুক্ষ কারিগর। তারপর এই সন্দেশের মধ্যে সূর্য কুমার মোদক সুকৌশলে ভরে দিয়েছিলেন সুগন্ধি গোলাপ জল মেশানো দোলোর রস। তারপর সেই সন্দেশে জামাই কামড় দিতেই ছ্যার ছ্যার করে রস বাইরে এসে তাঁর পাঞ্জাবি ভিজিয়ে দেয়। জামাইকে বেশ ভালো মতোই ঠকানো গেলো তাহলে! গপ্পো এখানেই শেষ।এই গপ্পের সবচেয়ে থ্রিলিং অংশ হল, আজ থেকে দুশো বছর আগে এক বাঙালির অসামান্য বুদ্ধি, যিনি সন্দেশের ভেতরে রস ভরে রাখার কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন। আমরা জানি জামাই ষষ্ঠী সাধারণত গরমকালে হয়। সেই সময় আম, জাম, লিচু, তালশাঁস ইত্যাদি ফল বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এইসব ফলের মধ্যে একমাত্র তালশাঁস তার মধ্যে রস লুকিয়ে রাখে। এই লুকিয়ে রাখার মধ্যে একটা চমক আছে। তাই, এটা অনুমান করতে অসুবিধা নেই যে জলভরা সন্দেশের আইডিয়া এসেছে তালশাঁস থেকেই। এখানে একটা প্রশ্ন জাগতেই পারে। সূর্য কুমার মোদক কি জমিদার গিন্নির বলার আগেই এই ধরনের সন্দেশ বানাবার চিন্তা করেছিলেন? তাঁর মাথায় হয়তো ভাবনা আগে থেকেই ছিল যা পূর্ণতা পায় জমিদারগিন্নির আদেশ আসার পর। এগুলি অনুমানমাত্র। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ভাবনা আর বাস্তবের মধ্যে ফারাক অনেক। সন্দেশের ভেতরে রস লুকিয়ে রাখার কারিগরি আজ থেকে দুশো বছর আগে অবশ্যই সহজ ছিল না। আমার ধারণা, যেভাবে মাটির পাত্রে জল থাকে সেই থিওরি এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে। সন্দেশকে কোনো বিশেষ পাকের মাধ্যমে মসৃণ করে ঠিক সেই পরিমাণ কাঠিন্য দেওয়া হয়েছে যা রসকে ধরে রাখবে আবার একই সঙ্গে যে খাবে তাঁর কাছে খুব খটখটে শক্তও মনে হবে না। ম্যাজিকটা এখানেই। অবশ্যই যা ট্রেড সিক্রেট! শুধু সন্দেশ নয়, যে বিশেষ রস সন্দেশের ভেতরে দেওয়া হয় সেখানেও কোনো সিক্রেট আছে। তবে এই সিক্রেট আসলে কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকেই নেওয়া।জলভরার বিশেষত্ব হল ইনি বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, শুয়ে থাকেন না। বেশ কয়েকদিন এর ভেতরের রসটি একদম বহাল তবিয়তে থাকে, সন্দেশ শুষে নেয় না। তবে মনে রাখবেন, জলভরা কিন্তু খুব হিংসুটে সন্দেশ। এঁকে ভাগ করে খেতে যাবেন না। সন্দেশের ভাগ হবে, রসের ভাগ হবে না। জলভরা বিমানে চেপে দিব্যি বিদেশে পৌঁছে যায়। এই অভিনব মিষ্টির ক্যারিশ্মা দুশো বছরে একটুও ম্লান হয়নি। কান পাতলে জলভরার প্রসঙ্গে বহু বিখ্যাত ব্যক্তির গপ্পো শোনা যায়। যেমন এক পৃথিবী বিখ্যাত বাঙালি চিত্র-পরিচালক একবার বোলপুর যাচ্ছিলেন শ্যুটিং করতে। পথে সূর্য মোদকের দোকানে কিছু টাকা আগাম দিয়ে গেলেন। ফেরার পথে মিষ্টি নিয়ে ফিরবেন। কিন্তু, সেই মিষ্টি তিনি আর নিতে পারেননি। সেই টাকা নাকি এখনও তাঁর নামে জমা আছে! বহু বিখ্যাত বাঙালি নেতা-মন্ত্রী দিল্লিতে নিয়ে গেছেন জলভরা। এই প্রসঙ্গে আর একটা গপ্পো বলা যেতে পারে। দিল্লির এক বিখ্যাত বাঙালি মন্ত্রী মনস্থির করেছেন দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে জলভরা সন্দেশ খাওয়াবেন। ব্যারাকপুর সেনা ছাউনি থেকে ফোনে অর্ডার আসে দোকানে। প্রথমে সেই মিষ্টির স্যাম্পেল টেস্ট হয়। সেই টেস্টে উত্তীর্ণ হবার পর বেশ বড়ো একটা অর্ডার আসে দিল্লি থেকে। দোকানের মালিক জানতে চান, এতো মিষ্টি কীভাবে দিল্লিতে যাবে? উত্তর আসে, দিল্লি থেকে একটা আস্ত বিমান এসেছে এই মিষ্টি নিয়ে যেতে!

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।